কালো তালিকাভুক্ত ২৬ ছাপাখানা

পাঠ্যবই সরবরাহে ব্যর্থতা

এম এইচ রবিন ●

২০২২ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহে ব্যর্থ হওয়া ২৬ ছাপাখানাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এসব প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেয়াদে এনসিটিবির পরবর্তী দরপত্রে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মশিউজ্জামান গতকাল সোমবার বলেন, কিছু মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে না পারায় সরকারের একটি সফল কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে। এ কারণে দরপত্র নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের দরপত্র থেকে তৎপরবর্তী সব দরপত্রে অংশগ্রহণে এদের বিভিন্ন মেয়াদে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো কোনোটি নাম পরিবর্তন বা নতুন লাইসেন্স করে পুনরায় পাঠ্যবই ছাপার দরপত্রে অংশ নিয়ে থাকে। এতে একই প্রতিষ্ঠান পর পর দুই বছর কালো তালিকাভুক্ত হয়েও পাঠ্যবই ছাপার কাজ পাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান গুরুতর অপরাধ করলেও স্বজনপ্রীতির কারণে বড় শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মুদ্রণ শিল্প মালিক সমিতির নেতাদের। সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন,■ **এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬**

কালো তালিকাভুক্ত ২৬ ছাপাখানা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) অনিয়মের দায়ে সরকার অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করলেই তারা নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে দরপত্রে অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, এনসিটিবির কারও কারও যোগসাজশে একই প্রতিষ্ঠান বারবার অপরাধ করে পার পেয়ে যায়। এনসিটিবি চাইলে যেসব প্রতিষ্ঠান কালো তালিকাভুক্ত হয়, পরের বছর তাদের চিহ্নিত করে দরপত্র অংশগ্রহণ থেকে বাদ দিতে পারে বা অসাধু উপায় অবলম্বনের দায়ে স্থায়ীভাবে কালো তালিকাভুক্ত করতে পারে। কিন্তু সেটি আমরা দেখছি না।

এমন অভিযোগের বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান মশিউজ্জামান বলেন, এনসিটিবি কালো তালিকাভুক্ত করলেই তারা স্ত্রী বা সন্তান বা ভাইয়ের নামে লাইসেন্স করে ব্যবসায় নামছে। এ কারণে এনসিটিবি তেমন কিছু করতে পারছে না। কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের সুযোগ ঠেকানো যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, লাইসেন্স দেয় সিটি করপোরেশন। তারা ব্যবস্থা নিতে পারে। এনসিটিবির এখানে তেমন কিছুই করার নেই। এর পরও আমরা ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেব।

এনসিটিবির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী ২৬টি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ পাঁচ বছর থেকে সর্বনিম্ন এক বছর এনসিটিবির কোনো দরপত্রে অংশ নিতে পারবে না। তাদের আর্থিক জরিমানাও করা হবে। এর মধ্যে ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ বছরের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১৪টি ছাপাখানাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

৫ বছরের জন্য অযোগ্য করা হয়েছে– অক্ষরবিন্যাস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, প্রেস লাইন, মনির প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, সেডনা প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, আবুল প্রিন্টিং প্রেস, টাঙ্গাইল প্রিন্টিং প্রেস, হক প্রিন্টার্স, নাজমুন নাহার প্রেস, বনফুল আর্ট প্রেস, বুলবুল আর্ট প্রেস, শিক্ষা সেবা প্রিন্টার্স, পিবিএস প্রিন্টার্স, প্লাসিড প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজেস, আমাজন প্রিন্টিং প্রেস, উজ্জ্বল প্রিন্টিং প্রেস, মহানগর অফসেট প্রেস এবং এইচআর প্রিন্টার্স অ্যান্ড পেপার মিলস।

জানা গেছে, এদের মধ্যে এবার অন্তত চারটি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যাদের গত বছরও একই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম বলেন, গত বছর ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল এনসিটিবি। ওই তালিকার কয়েকটি এবারও কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, মহানগর অফসেট প্রিন্টিং প্রেসকে এবার কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। গত বছর এই প্রতিষ্ঠানের মালিক মিলন প্রেসের নামে কাজ নিয়ে বই দিতে পারেনি। এ কারণে মিলন প্রেসকে গত বছর কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। সেডনা প্রেসও গত বছর বেনামে কাজ নিয়ে কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

দুটি ছাপাখানাকে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এনসিটিবি। এগুলো হলো ঢাকার ইউসুফ প্রিন্টার্স ও বগুড়ার শরীফ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স। এর মধ্যে শরীফ প্রেসের কর্ণধার গত বছরও ভিন্ন নামে কাজ নিয়ে বই সরবরাহ করতে না পারায় কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়া জিতু অফসেট প্রেস, ন্যাশনাল প্রিন্টার্স ও ওয়েবটেক প্রিন্টার্সকে দুই বছরের জন্য; বাকো অফসেট প্রেস, দিগন্ত অফসেট প্রেস, এবি কালার প্রেস ও প্রিন্ট প্লাসকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এনসিটিবি।